# বিজ্ঞান রচনায়
# রবীন্দ্রনাথ

# বিজ্ঞান রচনায় রবীন্দ্রনাথ

সংকলন ও সম্পাদনা

বদিউর রহমান

প্রথমা

BIGYAN RACHANAY RABINDRANATH
*A collection of Writings on Science*
by Rabindranath Tagore
Edited by Badiur Rahman

First Published
January 2026

ISBN 978-81-7332-259-4

Price
₹ 575

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২৬

দাম
₹ ৫৭৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

উৎসর্গ

বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকদের জন্য

# প্রকাশকের কথা

বহুমুখী প্রতিভার বিস্ময় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর সৃষ্টির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞানচেতনা। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে— মানুষের মনের মুক্তি হইবে বিজ্ঞানচর্চায়; মূঢ়তার অপনোদন না হইলে যথার্থ সত্যের জ্যোতি কখনো উদ্ভাসিত হইতে পারে না। সত্য অখণ্ড— বিজ্ঞানের সত্যের সহিত মানবতার সত্য, অধ্যাত্মজীবনের সত্যের বিরোধ নাই। সমস্ত জ্ঞানের বুনিয়াদ বিজ্ঞানচর্চা।'

এ সত্য শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসই ছিল না— রবীন্দ্রনাথ, প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ না করেও বিজ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন বালক বয়স থেকেই। তিনি বেড়ে উঠেছেন যে পরিবারে, সেখানে ছিল প্রচলিত জীবনচর্চার বাইরে এক অন্য ধারার, বিজ্ঞানভাবনা ও পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আলোর ছটার উদ্ভাসে দীপ্ত এক পরিমণ্ডল। সেখানে সকলেই প্রথা ভাঙছেন। বিজ্ঞানমনস্কতায় মগ্ন হচ্ছেন। দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ থেকে ঠাকুর পরিবারের অন্য প্রায় সব সদস্যই জীবনকে বিজ্ঞানমনস্কতায় রপ্ত করাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। প্রচলিত বাঙালির জড়ত্বের বিরুদ্ধে তা যেন এক নব নব জীবনচর্চার দীপশিখা। সে শিখা জানিয়ে দিচ্ছিল সমস্ত জ্ঞানের বুনিয়াদ বিজ্ঞানচর্চা।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানবতার কবি, অনুভূতির কবি। 'সন্ধ্যা সংগীত' থেকে 'শেষলেখা' তাঁর কবিতার সুবিশাল ভাণ্ডার। 'গীতবিতানে'র অজস্র বিচিত্র সংগীতসম্ভার কিংবা ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব সৃষ্টির আষ্টেপৃষ্টে বিজ্ঞানমনস্কতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, সব রকম কূপমণ্ডূকতার ঊর্ধ্বে উদার দৃষ্টিভঙ্গির এক বিরল ধারক, যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তববাদী এক যুগপুরুষ। এই বইয়ের সম্পাদক বলেছেন, 'যুক্তিনিষ্ঠতার ভিত্তিতেই তিনি বিজ্ঞানমনস্ক। এই বিজ্ঞানমনস্কতার উদাহরণ— উপমা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁর বিশাল সৃষ্টিসম্ভারে।'

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবেই বিজ্ঞানভাবনাযুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠার বিরল সুযোগ পান উনিশ শতকে। সে যুগটাই তো বাঙালির জ্ঞানান্বেষণের উন্মেষকাল। রবীন্দ্রনাথ তাই বালক বয়সেই তাঁর প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশ করেন 'গ্রহগণ

জীবের আবাসভূমি' নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ে গদ্য। কবিতা প্রকাশ হয় আরও পরে। মাত্র তেরো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত এই লেখাটি বালক রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমানসকে চিহ্নিত করে। এই লেখার চার বছর পর ১৮৭৮ সালে কবির সতেরো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় 'কবি কাহিনী'। এই বইয়ের সম্পাদক দুটো লেখার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন।

এরপর পঁয়ষট্টি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল সৃষ্টিভাণ্ডার আমাদের উপহার দিয়েছেন তার গভীরে কখনো পরোক্ষ, কখনো প্রত্যক্ষভাবে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র সব বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ। যার সমাপ্তি হয় মৃত্যুর তিন বছর আগে প্রকাশিত 'বিশ্বপরিচয়' নামক বিজ্ঞানগ্রন্থে। শুধু কি লেখায় বিজ্ঞানভাবনার প্রকাশ? রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী— সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, আইনস্টাইনের সঙ্গে সখ্যতাও কি বিজ্ঞানমনস্কতার উজ্জ্বল বার্তা নয়?

বিশিষ্ট সম্পাদক ও গবেষক বদিউর রহমান বিপুল পরিশ্রম করে এই সংকলনটি বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের কাছে হাজির করেছেন। তাঁর নিবিড় পাঠ, রবীন্দ্রসৃষ্টিভাণ্ডারের বৈচিত্র থেকে 'বিজ্ঞানমনস্কতা'র স্মারকগুলি উদ্ধারও এক কথায় বিজ্ঞানমনস্কতার উজ্জ্বল নিদর্শন। বহুমুখী প্রতিভাধর বদিউর রহমান অশক্ত শরীরেও কলকাতার পাঠকদের জন্য এই সংকলনটি নির্মাণ করেছেন। সব কাজ শেষ করে 'পুনশ্চ'র হাতে তুলে দিয়েছেন ও বার বার পরামর্শ দিয়েছেন বইটির প্রকাশ বিষয়ে। আমরা তাঁর সুপরামর্শে বইটি প্রকাশ করছি, কিন্তু আমাদের আক্ষেপ রয়ে গেল কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই বইটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

এই বইটির নির্মাণে সাহায্য করার জন্য সুচরিতা সামন্তকে ধন্যবাদ জানাই।

সন্দীপ নায়ক
প্রকাশক
পুনশ্চ

# সূচিপত্র


ভূমিকা ১৩

গ্রন্থ

বিশ্বপরিচয়

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৫১
পরমাণুলোক ৫৫
নক্ষত্রলোক ৭৩
সৌরজগৎ ৮৫
গ্রহলোক ৯০
ভূলোক ১০০
উপসংহার ১০৬

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি ১১১
সামুদ্রিক জীব ১১৩
মনোগণিত ১২১
জগৎ-পীড়া ১২৩
দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ ১২৫
বৈজ্ঞানিক সংবাদ-১ ১৩৩
বৈজ্ঞানিক সংবাদ-২ ১৩৭
বৈজ্ঞানিক সংবাদ-৩ ১৩৯
রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য ১৪৩
উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য ১৪৬
অভ্যাসজনিত পরিবর্তন ১৪৮
ওলাউঠার বিস্তার ১৫০
ঈথর ১৫২
ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ ১৫৩
বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ১৫৭
প্রসঙ্গকথা ১৬১
জড় কি সজীব? ১৬৬

বিজ্ঞানসভা ১৬৯
শিক্ষা ও পরীক্ষা ১৭১
প্রকৃতিতে নীতি ১৭৩
জ্যোতিঃশাস্ত্র ১৭৫
জলস্থল ১৭৭
আমার জগৎ ১৮১
খাদ্য ও পুষ্টি ১৮৮
আহারের অভ্যাস ১৯০
বাতায়নিকের পত্র ১৯২
আয়ুর্বেদ ২১৩
যশ্চায়ম্ আত্মনি ২১৫
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ২১৮
আচার্য জগদীশের জয়বার্তা ২২১
জগদীশচন্দ্র ২২৭
‘ছেলেবেলা’-র অংশবিশেষ ২৩০
নানাবিদ্যার আয়োজন ২৩২
আদর্শ প্রশ্ন ২৩৬
ভূমিকম্প সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্যের প্রতিবাদ ২৪১

ভাষণ

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ ২৪৫
ম্যালেরিয়া ২৪৯
৭ই পৌষ ২৫৭
জলোৎসর্গ ২৬০
হলকর্ষণ ২৬২
মানবসত্য ২৬৫
জগদানন্দ রায় ২৭৫
প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কবির অভিনন্দন ২৭৯

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

সরল কৃষিশিক্ষা ২৮৩
ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা ২৮৫
বিজ্ঞান পরিচয় ২৮৭
আহার ও আহার্য ২৮৭

পথ্যে পরমায়ু ২৮৮
পৃথ্বী পরিচয় ২৯০
Islam's Contribution to Science and Civilisation ২৯১
Science and Sanctity ২৯২

চিঠিপত্র
সজনীকান্ত দাসকে লেখা চিঠি ২৯৫
নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠি ২৯৬
পশুপতি ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি ২৯৭
আর্থার এডিংটনকে লেখা চিঠি ২৯৮
আর্নস্ট সিলটনকে লেখা চিঠি ২৯৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা আর্নস্ট সিলটনের চিঠি ৩০০
জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি ৩০১
রাধাকিশোর মাণিক্যকে লেখা চিঠি ৩০২

English Writings & Conversations
Jagadish Chandra Bose (1) ৩০৫
Jagadish Chandra Bose (2) ৩০৭
My Memories of Einstein ৩১০
Conversation between Rabindranath Tagore and Einstein ৩১৪
The Place of Science ৩২২
Can Science Be Humanized? ৩২৭
The Rice We Eat ৩২৮
Bihar Earthquake And The Mahatma ৩২৯

পরিশিষ্ট
বিশ্বপরিচয় ৩৩৩
গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি ৩৩৬
ইন্দুর রহস্য ৩৩৭
রানু অধিকারীকে লেখা চিঠি ৩৩৯
সমাধান ৩৪১
নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠি ৩৪২
পৃথ্বী পরিচয় ৩৪৩

# ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞানী নন, কবি। বিজ্ঞানের প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল গভীর ও সচেতন আগ্রহ। আর তা গড়ে উঠেছিল তাঁর পারিবারিক আবহে। সেই পরিবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবার। এই পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ৭ মে ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮)।

তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) আর মা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের যাত্রা শুরু ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—

> জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুর হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উদ্ভব। নীলমণি জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের নিকট হইতে বর্তমান জোড়াসাঁকোর বাড়ির এক বিঘা জমি ব্রহ্মত্র প্রাপ্ত হন। ১৭৮৪ অব্দের জুন মাসে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরগোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত। তখন এই পল্লীর নাম জোড়াসাঁকো ছিল না, মেছুয়াবাজার পল্লীর নিকটবর্তী বলিয়া এ স্থানটিও ঐ নামে অভিহিত হইত।
>
> নীলমণি পরিবার লইয়া থাকিবার মতো সামান্য কাঁচা-পাকা ঘর গলির মধ্যে নির্মাণ করিলেন, সেই সবের কোনো অস্তিত্ব এখন নাই। *[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা- ৪-৫]*

জোড়াসাঁকোর নীলমণি ঠাকুর ব্রহ্মত্র প্রাপ্তিতে যে এক বিঘা জমির মালিক হন সেই নীলমণি ঠাকুরের ছিল তিন ছেলে এক মেয়ে। এরা হলেন রামলোচন ঠাকুর, রামমণি ঠাকুর, রামবল্লভ ঠাকুর ও কমলমণি দেবী। নীলমণির মৃত্যু হয় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো ছেলে রামলোচন ঠাকুর পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অভিভাবক হন। রামলোচন ঠাকুর পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে মনোযোগী হন এবং সমর্থ হন। সেসময়ের সামাজিক পরিবেশে রামলোচন ঠাকুর নিজেকে বিশিষ্ট ভদ্র-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। জীবনযাপন, আচার অনুষ্ঠান কোনো কিছুতেই তাঁর আভিজাত্যের ঘাটতি ছিল না। 'বেশভূষার পারিপাট্য, সান্ধ্যভ্রমণ, সঙ্গীতাদির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি তৎকালীন আভিজাত্যের লক্ষণ তাঁহার জীবনে দেখা যায়'। *[প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা-৫]*

রামলোচন ঠাকুরের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাই তিনি মেজো ভাই রামমণি ঠাকুরের ছেলে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে (জন্ম ১৭৯৪) দত্তক গ্রহণ করেন। রামলোচন ঠাকুরের মৃত্য হয় ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে। দত্তক গ্রহণকারী পিতার মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বয়স মাত্র বারো কি তেরো বছর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অগ্রজ রামমণি ঠাকুরের বড়ো ছেলে রাধানাথ

ঠাকুর ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং ইংরেজি চালবোলে পারঙ্গম। অগ্রজের পথ ধরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছোটো বয়সেই ইংরেজি ও ফারসি ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন। তিনি শিক্ষক শেলবোর্ন সাহেবের স্কুলে এবং উইলিয়ম অ্যাডামস-এর কাছে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে এক পুরুষেই ঠাকুর পরিবার ক্রমশ সচেতন ও শিক্ষিত পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। এর মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেই সময়ের কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ম্যাকিন্‌টস্ কোম্পানির কর্মীদের সাহচর্যে এসে বেশ ব্যবসায়িক জ্ঞান অর্জন করেন। অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে যৌবন বয়সেই তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। শুরুতে 'ম্যাকিন্‌টস কোম্পানির গোমস্তা হিসেবে কাজ করেন এবং নীল ও রেশম কেনায় কোম্পানিকে সাহায্য করেন। এই কাজে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি নিজেই নীল ও রেশমের বিলাতি অর্ডার সরবরাহ শুরু করেন। ব্যবসার সঙ্গে তিনি ভূ-সম্পত্তি তথা জমিদারির কাজেও মনোযোগ দেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' পদ্ধতি চালু হলে জমিদারের অধিকার, স্বত্ব, রাজস্ব আদায়, আদায়কৃত রাজস্ব বণ্টন ইত্যাদি নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে থাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর এর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন এবং প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । এই সময়ে তিনি জমিদারি স্বত্ব ও রাজস্ব ইত্যাদি বিষয়ে সৃষ্ট নানা জটিল সমস্যা পর্যালোচনা ও সমাধানের পথ সন্ধানের সার্থকতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এসময় তিনি সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার মিস্টার ফার্‌গ্‌সন-এর সাহচর্যে আসেন। আইনবিদ্যা চর্চা করেন এবং আইন-বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাংলা ও বিহারের বেশ কয়েকটি জমিদারির আইন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। আইন উপদেষ্টাকে তখন 'মোক্তার' বলা হতো। দ্বারকানাথ ঠাকুর হয়ে ওঠেন সার্থক 'মোক্তার'।

১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগণার 'নিমক মহলে'র (salt agents) কালেক্টরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ঊনত্রিশ বছর। এই পদে ছয় বছর কাজ করার পর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি চব্বিশ পরগণার লবণ এবং আবগারি শুল্ক বিভাগের দেওয়ান পদে পদোন্নতি লাভ করেন। সেই সঙ্গে চলে জমিদারদের পরামর্শক বা 'মোক্তারি'র কাজ। ক্রমে তাঁর আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি হতে থাকে। এই পদে থাকাকালেই তিনি স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করেন। ইতোমধ্যেই তিনি 'ম্যাকিন্‌টস্ কোম্পানি' এবং 'কমার্শিয়াল ব্যাংকে'র কিছু অংশীদারি (শেয়ার) কিনে নেন। তিনি কমার্শিয়াল ব্যাংকের পরিচালক নির্বাচিত হন। এসময় দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ক্যালকাটা ব্যাংক'-এরও অংশীদার ছিলেন; ছিলেন কয়েকটি বীমা কোম্পানির পরিচালকও।

সেসময় কলকাতায় ইংরেজ সাহেবদের একাধিক ব্যাংক ছিল, কিন্তু বাঙালিদের কোনো ব্যাংক ছিল না। এই অভাব দূর করতে এগিয়ে এলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। কয়েকজন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনিয়ন ব্যাংক'। 'ইউনিয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। 'ইউনিয়ন ব্যাংক'ই ভারতবর্ষে প্রথম বাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংক।

ইউনিয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মাথায় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা ব্যাংক' দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ফলে বড়ো অংশীদার হিসেবে এর দায় পড়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ওপর। এর আগের বছর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত

আসে এক সঙ্গে চাকরি এবং ব্যবসা করা যাবে না। দ্বারকানাথ ঠাকুর চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। শুরুতে কলকাতার ব্যবসায়ী উইলিয়াম কার্-এর সঙ্গে যুগ্ম মালিকানায় গড়ে তোলেন 'কার্ এন্ড ঠাকুর কোম্পানি' নামে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা 'কুঠি'। সেসময়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বলা হত 'কুঠি', যেমন 'নীলকুঠি'। কুঠি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটি 'নীলকুঠি' কিনে নেন। ফলে শিলাইদহের বাড়ি দীর্ঘকাল 'কুঠিবাড়ি' নামেই পরিচিত ছিল। এরপর দ্বারকানাথ ঠাকুর ইজারা নেন রাণীগঞ্জের কয়লাখনি। রামগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'চিনির কল'। সেই সঙ্গে নানা স্থানে বেশ কিছু ভূসম্পত্তি তথা জমিদারিও কিনে নেন। এরই মধ্যে শুরু করেন জাহাজের ব্যবসায়। কিনে নেন বেশ কয়েকটি মালবাহী জাহাজ। চালু করেন 'দ্বারকানাথ' নামে যাত্রীবাহী জাহাজও। দেশের অভ্যন্তরে জাহাজে যাত্রীবহন নতুন দিগন্তের সূচনা করে। নাটোরের জমিদার রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের জমিদারি নিলামে উঠলে দ্বারকানাথ ঠাকুর কয়েকজন ট্রাস্টির নামে ওই জমি কিনে নেন।

ক্রমে দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন ধনী জমিদার, সার্থক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।

মিস্টার ক্যাম্বেল নামে এক ইংরেজ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গল কোল্ কোম্পানি' । এর আগেই তিনি ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা চেম্বার অব কমার্সে'র পরিচালক নির্বাচিত হন। সেসময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মালিকানায় বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'বঙ্গদূত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রথম 'গ্র্যান্ড জুরি বোর্ডে'র অন্যতম সদস্য এবং 'জাস্টিস অব দ্য পিস্', যা বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সমাজে জনহিতকর ও জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল, দ্রুত ডাক বিনিময় ব্যবস্থা, 'জমিদার সভা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং সতীদাহ নিবারণ, মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা (Press Freedom) প্রভৃতি কাজে দ্বারকানাথ ঠাকুর অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমাজসংস্কারমূলককাজেদ্বারকানাথঠাকুরছিলেনরাজারামমোহনরায়েরভাবশিষ্যওসহযোগী। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠার পর ব্রাহ্মসমাজের হয়ে নানা জনহিতকর কাজে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালক ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের অধীনে 'বাংলা পাঠশালা' প্রতিষ্ঠার অগ্রণীপুরুষ । 'বাংলা পাঠশালা'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ছিল বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বিলাত যান। তখন তাঁর বয়স ৪৮ বছর। বিলাতে তাঁর রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন দেখে সম্ভ্রান্ত ইংরেজরা তাঁকে 'প্রিন্স' বলে সম্বোধন করতেন। ওই বছরই তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন গোঁড়া হিন্দু সমাজে সমুদ্রযাত্রা ছিল মহাপাপের কাজ। স্থানীয় হিন্দু সমাজ বিলাতফেরত দ্বারকানাথ ঠাকুরকে তাঁর সমুদ্রযাত্রার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার দাবি তোলেন। তিনি সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

অন্যদিকে স্ত্রী দিগম্বরী দেবী তাঁর এই 'ধর্মীয় অনাচার' বিরোধী বিলাত ভ্রমণ এবং সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> ইঁহার মাতা দিগম্বরী দেবী স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য খ্যাত ছিলেন। দ্বারকানাথ সাহেবদিগের সহিত একত্রে পান-আহার আরম্ভ করিলে দিগম্বরী দেবী স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবন নির্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া মৃত্যুর দ্বারা তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। *[রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা- ৭]*

ফলে বিলাতফেরত দ্বারকানাথ ঠাকুর আর নিজগৃহে প্রবেশ করতে পারেননি। আবাস হল তাঁর বৈঠকখানা বাড়ি। স্ত্রী-র ধর্মবোধ এবং একান্নবর্তী পরিবারে আত্মীয়স্বজনদের ধর্মবিশ্বাসে যাতে আঘাত না লাগে- সেজন্যেই এমন সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে আরও পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে। এখানে উল্লেখ আছে—

> দ্বারকানাথ ইংরাজদের সহিত মেলামেশা, খানাপিনা শুরু করায় ও স্বহস্তে গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করায় তাঁর পত্নী ও পরিবারের কোনো মহিলা তাহার সহিত একাসনে বসিতেন না। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তাহাতে দ্বারকানাথ তাঁহার পৈতৃক বাড়ির (বর্তমান ৬ নং দ্বারকানাথ লেন) পাশে বৈঠকখানা বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। *[ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, অকানন্দ, ২০১২; পৃষ্ঠা- ১৫৪]*

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলাত যান দু-বছরের মাথায় ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে। এবার সঙ্গে ছিলেন কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাগিনেয় নবীন মুখোপাধ্যায় এবং চারজন মেডিকেল ছাত্র। উদ্দেশ্য চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করানো। এঁরা তাঁরই অর্থানুকূল্যে চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর আর দেশে ফিরে আসেননি। ইংল্যান্ডেই তাঁর মত্যু হয় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একান্ন বছর। তাঁর শেষ ইচ্ছায় ইংল্যান্ডের কেন্‌সাস্ গ্রিন্ গির্জায় তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাঁচ পুত্র- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই দীর্ঘজীবী হন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পুত্রের মৃত্যু হয় শিশু অবস্থায়। তৃতীয় পুত্র বেঁচে ছিলেন চৌত্রিশ বছর আর কনিষ্ঠপুত্র ঊনত্রিশ বছর।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে । পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বছর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের ছয় বছর পর ১৮২৩ খিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগনার নিমক মহলের (Salt Agent) কালেক্টরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হলে তাঁর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আসতে থাকে। সুতরাং শৈশব পেরুতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন কাটে পিতার বিত্ত-বৈভবের মধ্যে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল'-এ । এ প্রসঙ্গে রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন—

> রামমোহনের অনুরোধে দ্বারকানাথ পুত্রকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৮২৭ ও ১৮২৮-এ দেবেন্দ্রনাথ যোগ্যতার সঙ্গে যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর